তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৩

**দু’টি অবৈধ সীসা পোড়ানোর ভাট্টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করল পরিবেশ অধিদপ্তর**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ঢাকার সাভারস্থ বলিয়াপুর এলাকায় নামবিহীন দু’টি অবৈধ সীসা পোড়ানোর ভাট্টি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ সময় সীসা পোড়ানোর ভাট্টিসমূহ থেকে মোট ৬ ট্রাক সীসা তৈরির সরঞ্জাম, কাঁচামাল ইত্যাদি জব্দ করা হয়।

আজ পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার পরিচালক এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

উক্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ জহিরুল ইসলাম তালুকদার এবং সহকারী পরিচালক হায়াত মাহমুদ রকিব এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক প্রতীক ইসলাম। উক্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় আইনগত সহযোগিতা প্রদান করে।

বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

#

দীপংকর/পাশা/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০২

**যারা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়, তাদেরকে রুখে দিতে হবে**

 **-- পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের আপামর মানুষ জনযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। তিনি বলেন, কষ্টার্জিত বাংলাদেশকে এদেশেরই মানুষ রক্ষা করেছে। তাই বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি দল বারবার পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির প্রাচীর তৈরি করে রাখতে চায়। এসব অপশক্তি দল থেকে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, এদেশ আমাদের। আমরা কষ্টের মাধ্যমে এদেশ অর্জন করেছি। অপপ্রচার ও অসত্য তথ্য দিয়ে বিদেশের কাছে যারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়, তাদেরকে রুখে দিতে হবে-হুঁশিয়ার দিয়ে বলেন পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী।

আজ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে জেলা পরিষদ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর এ উদ্যোগের ফসল হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাৎপদ মানুষদের দেশের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গড়ে তুলেন। সেই থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার। এ সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই সরকার এখানে স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকভাবে দেশের উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী হবে আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন হবে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিণী মল্লিকা ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, খাগড়াছড়ি পৌর মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী, জেলা পরিষদের সদস্য এডভোকেট আশুতোষ চাকমা, মংক্যচিং চৌধুরী, হিরণজয় ত্রিপুরা ও খোকনেশ্বর ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. সুধীন বাবু, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মধু মঙ্গল চাকমা, উপজেলাসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১০১

**পর্যটন মন্ত্রীর সাথে কলকাতার সাইক্লিস্টদের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে আজ রাজধানীর মহাখালীতে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল অবকাশে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে আগত ১২ জন সাইক্লিস্ট সাক্ষাৎ করেছেন।

 এ সময় সাইক্লিস্টগণ ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে সংগীত পরিবেশন করেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের উপস্থিত ছিলেন।

 ১০ম ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সাইকেল র‌্যালি শিরোনামে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন ‘১০০ মাইলস’ এর এই ১২ জন সাইক্লিস্ট কলকাতা থেকে সাইকেল চালিয়ে বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আজ ঢাকায় এসেছেন। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এই সাইক্লিস্টদের বাংলাদেশে আবাসন-সহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে।

#

তানভীর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১০০

**সংরক্ষিত মিনি প্যাভিলিয়ন (আরএমপি) ক্যাটেগরিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জিতেছে জেডিপিসি**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এবারের আসরে সংরক্ষিত মিনি প্যাভিলিয়ন (আরএমপি) ক্যাটেগরিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জিতেছে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারে (জেডিপিসি) এর প্যাভিলিয়ন।

 বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) আজ পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) গোপাল চন্দ্র দাশকে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

 জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক বলেন, জেডিপিসির এ অর্জন বহুমুখী পাটপণ্য প্রসারে উদ্যোক্তাদের ব্যাপক উৎসাহ যোগাবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ বাণিজ্য মেলায় নান্দনিক প্যাভিলিয়নটি নির্মাণসহ নানা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। তাদের নির্দেশনা ছাড়া এ অর্জন সম্ভব হতো না বলে তিনি জানান। এছাড়া মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) গোপাল চন্দ্র দাশ।

#

 সৈকত/পাশা/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৯৯

**জেলা প্রশাসক সম্মেলন আগামী ৩ থেকে ৬ মার্চ**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 আগামী ৩ থেকে ৬ মার্চ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ মার্চ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

চার দিনব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রীবর্গ এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সচিব-সচিববৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করবেন।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ সেবা-১ অধিশাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

রুবাইয়াৎ/পাশা/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৮

**ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

ঢাকা সফররত ঘানার পররাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি বিষয়ক মন্ত্রী শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে (Shirley Ayorkor Botchwey) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায়। তারা পণ্য রপ্তানি, চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ এবং কমনওয়েলথ ইস্যুতে আলোচনা করেন।

আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন আফ্রিকা অনুবিভাগের
মহাপ‌রিচালক এ এফ এম জাহিদ উল ইসলাম ও মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন।

মহাপ‌রিচালক জাহিদ উল ইসলাম জানান, তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা কি কি পণ্য ঘানাতে রপ্তানি করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যালস, পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিষয় ছিল। চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের জন্য ঘানা উপযুক্ত কি না এবং আমরা এ ব্যাপারে সমঝোতায় যেতে পারি কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মহাপরিচালক বলেন, ঘানা কমনওয়েলথভুক্ত একটি রাষ্ট্র। আগামী অক্টোবরে সামোয়াতে সেক্রেটারি হেড অভ্‌ লিডারদের সম্মেলন আছে। সেই সম্মেলনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারি নির্বাচিত হবেন, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলত, এ তিনটি বিষয়ে আমরা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি।

তিন দিনের সফরে ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার ঢাকায় আসেন। সফরের শুরুর দিন তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান।

#

আকরাম/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৭

**প্রেসক্লাব অভ্‌ ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ীর**

**'প্রণব মুখার্জী : রাজনীতির ভেতর বাহির–প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

ভারতের দিল্লিস্থ প্রেসক্লাব অভ্‌ ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী প্রণীত ‘প্রণব মুখার্জী : রাজনীতির ভেতর বাহির - প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, ‘তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধু পরিবারের আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিলো। দেশের সব ক্রান্তিলগ্নে প্রণব মুখার্জী আমাদের পাশে ছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে ছিলেন।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘প্রেসক্লাব অভ্‌ ইন্ডিয়ার তিনবার নির্বাচিত সভাপতি প্রথিতযশা সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ী বাংলাদেশের বন্ধু। তাঁর এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ দু’দেশের অনন্য বন্ধুত্বের আরেক নজির। বইটি সবাইকে পড়ে দেখার অনুরোধ জানাই।’

বইমেলাকে মানুষের দু’দণ্ড নিশ্বাস ফেলার মিলনমেলা হিসেবে বর্ণনা করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বইমেলার এই সংস্কৃতি এখন শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম নয় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বইপড়া মানুষের শ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে এ সময় গ্রন্থের লেখক গৌতম লাহিড়ী, ভূমিকা রচয়িতা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেরিটাস ড. আতিউর রহমান তাদের বক্তব্যে বইটির উপজীব্য তুলে ধরে সকলকে পাঠের আহ্বান জানান।

একুশে পদকে ভূষিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, বইটির প্রকাশক আল হামরা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী খান মুহম্মদ মুরসালিন প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/২০২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৬

**বিএনপি নেতারা নিজেদের মুখ রক্ষায় অসংলগ্ন কথা বলছেন : ডিইউজে সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া ও সারাবিশ্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সাথে কাজের আগ্রহ প্রকাশ করায় বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম, আমীর খসরু সাহেবরা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য এখন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি নেতারা এখন কর্মীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ, তোপের মুখে। আর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিগত যে কোনো সরকারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারসহ পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত সরকারকে ভারত, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘসহ সমস্ত দেশ ও সংস্থা অভিনন্দন জানিয়েছে, কাজের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ‘যারা নির্বাচনকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিল এ সব দেখে তারা এখন চুপসে গেছে, তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, এখন কি করবে দিশা পাচ্ছে না’ উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির উচিত সন্ত্রাসী অপতৎপরতা ও সবকিছুতে না বলার অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চা করা।’

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষ্যে সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সাংবাদিকরা সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না, তারা সেখানে আলো ফেলে। সাংবাদিকদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের ঘর-সংসার, আমি সাংবাদিকদের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো।’

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তা এবং বিএফইউজে সভাপতি ওমর ফারুক, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শেখ মামুনুর রশীদ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তৃতা দেন।

#

আকরাম/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩০৯৫

**বই ব্যক্তিকে আনন্দ, সমাজকে আলো ও দেশকে দেয় সমৃদ্ধি**

 **--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী বলেছেন, বই ব্যক্তিকে আনন্দ, সমাজকে আলো, দেশকে দেয় সমৃদ্ধি। বই চেতনাকে শাণিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। তাই শুধু প্রিয়জন নয়, অপ্রিয়জনকেও বই উপহার দিতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিন রচিত কাব্যগ্রন্থ ‘চেকবই’ ও প্রবন্ধ সংকলন ‘সময়ের সংলাপ’ এর মোড়ক উন্মোচনকালে একথা বলেন। তিনি গ্রন্থ দু’টি পাঠকদের পড়ার অনুরোধ করেন।

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ, অতিরিক্ত সচিব মোছাঃ নূরজাহান খাতুন ও মাসুদ আকতার খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. উত্তম কুমার দাস, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মতিউর রহমান, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোঃ মোক্তার হোসেন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, কাব্যগ্রন্থ ‘চেকবই’ প্রকাশ করেছে তাম্রলিপি প্রকাশনী এবং প্রবন্ধ সংকলন ‘সময়ের সংলাপ’ প্রকাশ করেছে ‘অনার্য পাবলিকেশন্স’।

#

তুহিন/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩০৯৪

**টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সদস্য দেশসমূহের মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যকর ও টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে এফএও’র আরো সক্রিয় পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

 আজ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনের (এপিআরসি৩৭) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে এ আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, সদস্য দেশগুলোর বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এফএও’র সহযোগিতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে, যেসব দেশে ফসলের উৎপাদনশীলতা কম, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, সারসহ কৃষি উপকরণে আমদানি নির্ভরতা, ফসলের

সংগ্রহÑউত্তর অপচয় বেশি, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য বেশি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতে ও ভ্যালু চেইনে পিছিয়ে আছে এবং শ্লথ ও কম যান্ত্রিকীকরণ-সেসব দেশে আরো বিস্তৃত সহযোগিতা প্রয়োজন।

 আব্দুস শহীদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জমি হ্রাস ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এছাড়া, দুর্বল বিপণন ব্যবস্থা এবং রপ্তানি বিধিনিষেধের মতো বিষয়গুলো খাদ্য নিরাপত্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

 আগের বার ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণার জন্য ‘বিশেষ তহবিল’ গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে এফএও’কে আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 ৪ দিনব্যাপী এফএওর চলমান আঞ্চলিক সম্মেলন শেষ হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। সম্মেলনে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪০টির বেশি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি, এফএও’র মহাপরিচালক, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। এই আঞ্চলিক সম্মেলন আগের বার ২০২২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজক ছিল।

 এদিকে গতকাল সোমবার বিকালে মন্ত্রী এফএও’র মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু এবং কমিটি অন ওয়ার্ল্ড ফুড সিকিউরিটির চেয়ারপার্সন ও রোমে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত নসিফো নাউস্কা জ্যান জেজিল (Nosipho Nausca-Jean Jezile) এর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মাহমুদুর রহমান এবং এফএও’র বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৩

**সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২৬৩ জন**

**সাংবাদিকের জন্য ২ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২৬৩ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে বিতরণের জন্য ২ কোটি ৩ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছে সরকার। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে এ কল্যাণ অনুদান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আজ তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এ সংক্রান্ত অনুমোদনের নথিতে স্বাক্ষর করেন। শিগগিরই সাংবাদিকদের এ কল্যাণ অনুদানের চেক বিতরণ করা হবে।

এর আগে চলতি অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে ২৩৬ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ১ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, গণমাধ্যমবান্ধব ও সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কল্যাণে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে দুস্থ, অসচ্ছল, দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের এবং মৃত সাংবাদিকদের পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা এবং কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ট্রাস্ট থেকে ৩ হাজার ৯৩২ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে ৩৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

#

ইফতেখার/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩০৯২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমকি ৪৬ শতাংশ। এ সময় ৭৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১১৬ জন।

#

দাউদ/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯১

**গত ১৫ বছরে দেশের পর্যটন ও এভিয়েশন শিল্পে দক্ষতা ও সক্ষমতা বেড়েছে**

 **--- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, গত ১৫ বছরে দেশের পর্যটন ও এভিয়েশন শিল্প ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে গেছে। এ সময়ে আমাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বেড়েছে। উন্নয়নের এই ধারাকে এগিয়ে নিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

 আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরামের নির্বাহী কমিটির সাথে বৈঠক কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহর নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। নতুন নতুন রুট চালু করা হয়েছে এবং আগামী ২৬ মার্চ ঢাকা-রোম ফ্লাইট চালু হবে। পরবর্তীতে আরো নতুন রুট চালু করার জন্য নতুন এয়ারক্রাফট কেনার কথাও ভাবা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশের বেসরকারি এয়ারলাইন্সগুলোও ভালো করছে।

 মন্ত্রী বলেন, দেশের সকল বিমানবন্দর আধুনিকায়ন করার কাজ চলমান। এ বছরের অক্টোবর মাসেই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক থার্ড টার্মিনাল চালু হবে। নতুন রাডার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশের সমগ্র আকাশসীমা নজরদারির আওতায় আসায় আমাদের আকাশসীমা দিয়ে চলাচলকারী উড়োজাহাজ হতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতকালে প্রায়ই কুয়াশার কারণে ফ্লাইট ডাইভারশন করতে হয়। এই ডাইভারশন যাতে করতে না হয় তার জন্য আইএলএস সিস্টেম আপগ্রেড করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নির্দেশনা দিয়েছে যে, কোন ফ্লাইট ডাইভারশনের প্রয়োজন হলেও তা যেন দেশের ভিতরেই করা হয়। এজন্য শীতকালের ঐ সময়ে সিলেট এবং চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট ২৪ ঘণ্টা অপারেটিং থাকবে।

 ফারুক খান বলেন, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাজের ফলে ইতোমধ্যে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমরা বিদেশি পর্যটক বাড়ানোর জন্য কাজ করছি। দেশের পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলছে। পুরাতন হয়ে যাওয়া বিভিন্ন পর্যটন স্থাপনা সংস্কার এবং এর কলেবর বৃদ্ধির জন্য দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

 মন্ত্রী বলেন, পর্যটন ও এভিয়েশন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ভূমিকা রাখছে তা যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সেজন্য আমরা কাজ করছি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা চাই গণমাধ্যমের বন্ধুরা আমাদের অংশীজন হিসেবে দেশের পর্যটন এবং এভিয়েশন শিল্পের সম্ভাবনাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরুক। তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে। যেহেতু এই দু’টি শিল্প টেকনিক্যাল সেজন্য এখানে যারা রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব¡ পালন করেন তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। এর ফলে গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য এই দুই শিল্পের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বুঝতে সহজ হবে এবং একইসাথে এই শিল্পে কর্মরত জনবলের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর হবে।

 বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, যুগ্ম সচিব মোঃ সাঈদ কুতুব, এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি তানজিম আনোয়ার, সাধারণ সম্পাদক বাতেন বিপ্লবসহ নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

#

তানভীর/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯০

**ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একুশের গুরুত্ব**

**ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয় (আগারগাঁও) মিলনায়তনে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে ‘একুশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহাঃ বশিরুল আলম বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমন্বয় বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-সচিব আবু সাঈদ। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক এ এস এম শফিউল আলম তালুকদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাকাত ফান্ড বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ।

#

শায়লা/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 3089

**The Department of Environment is providing**

**health protection advice on air pollution**

Dhaka, 20 February:

 According to the instructions of Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury, the Department of Environment is providing health protection advice to the people if the air pollution level of Dhaka reaches hazardous levels.  Considering the level of air pollution, information regarding this is being disseminated regularly on the website of the Department of Environment.

 In the message published under the title of 'Air Pollution Health Protection Advice', if the air pollution in Dhaka is more than 300 on the air quality index, the public is advised to wear a mask when they are considered to be at risk.  Besides, sick people, children and elderly people will be advised not to go out of the house unnecessarily or other advice will be given considering the level of pollution. The alert will be withdrawn if the air pollution level is less than 300 on the air quality index.

 It is to be noted that monitoring data of 16 Continuous Air Quality Monitoring System (CAMS) in other departmental and industrial cities of the country including Dhaka is being disseminated regularly on the website of the Department of Environment through real time automation.

#

Dipankar/Pasha/Faisal/Shafi/Joynul/2024/1750 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৮

**শিশু-কিশোররাই ২০৪১ এর উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সৈনিক**

 **--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ২০৪১ সালের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আজকের শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত করে আমাদের তৈরি করতে হবে। তারাই ২০৪১ এর উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সৈনিক।

 মন্ত্রী আজ ধানমন্ডিতে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‌্যালি, শিশু-কিশোর সমাবেশ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে পথনকশা তৈরি করেছেন তার উপযুক্ত নাগরিক হতে হলে শিশু-কিশোরদের এখন থেকেই জাতির পিতার আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেই সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আমাদের জন্য সহজ হবে।

 মন্ত্রী এ সময় বর্তমানে মাদক ও দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিশু-কিশোরদের নৈতিক বলে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে পারলেই সমাজের অনেক অবক্ষয় দূর করা সম্ভব হবে।

 মন্ত্রী পরে শিশু-কিশোরদের সাথে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করে পরিদর্শন করেন ও পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

#

হেমায়েত/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৭

**তিউনিসিয়া উপকূলে নৌ-দুর্ঘটনায়**

**৮ বাংলাদেশির মৃত্যু, ২৭ বাংলাদেশি জীবিত উদ্ধার**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 লিবিয়া থেকে নৌকায় করে সাগরপথে ইউরোপ যাত্রাকালে তিউনিসীয় উপকূলে নৌ-দুর্ঘটনায় নিহত ৯ জনের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি। এছাড়া ২৭ বাংলাদেশি নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

 গত ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি অভিবাসী দল নৌকায় করে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টায় লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল থেকে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রাপথে নৌকাটি তিউনিসীয় উপকূলে গেলে মধ্যরাত ৪টা ৩০ মিনিটে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। নৌকাটিতে মোট ৫৩ জন ব্যক্তি ছিলেন। এদের মধ্যে ৫২ জন অভিবাসী এবং একজন নৌকার চালক।

 দুর্ঘটনার পর ৫৩ জনের মধ্যে ৪৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক। বাকিদের মধ্যে পাকিস্তানের ৮ জন, সিরিয়ার ৫ জন, মিসরের ৩ জন ও নৌকা চালক মিশরীয় নাগরিক। ওই ঘটনায় নৌকায় থাকা ৯ জন অভিবাসী মারা গেছেন। এদের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক। নিহত অপর ব্যক্তি পাকিস্তানের নাগরিক।

 নিহত বাংলাদেশিদের পরিচয়: ১) সজল, গ্রাম: শেনদিয়া, ডাকঘর : খালিয়া, উপজেলা : রাজৈর, জেলা : মাদারীপুর; ২) নয়ন বিশ্বাস, বাবা : পরিতোষ বিশ্বাস, গ্রাম : কদমবাড়ি উত্তরপাড়া, ডাকঘর : কদমবাড়ি, উপজেলা : রাজৈর, জেলা : মাদারীপুর; ৩) মামুন সেখ, গ্রাম : সরমঙ্গল, ডাকঘর : খালিয়া (টেকেরহাট ১ নম্বর ব্রিজ), উপজেলা : রাজৈর, জেলা : মাদারীপুর; ৪) কাজি সজীব, বাবা : কাজী মিজানুর, গ্রাম : তেলিকান্দি, ইউনিয়ন: বাজিতপুর নতুন বাজার, উপজেলা : রাজৈর, জেলা : মাদারীপুর; ৫) কায়সার, গ্রাম : কেশরদিয়া, ইউনিয়ন : কবিরাজপুর, উপজেলা : রাজৈর, জেলা : মাদারীপুর; ৬) রিফাত, বাবা : দাদন, গ্রাম : বড়দিয়া, ইউনিয়ন : রাগদী, উপজেলা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ; ৭) রাসেল, গ্রাম : ফতেহপট্রি, ইউনিয়ন : দিগনগর, উপজেলা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ; ৮) ইমরুল কায়েস আপন, বাবা : মোঃ পান্নু শেখ, গ্রাম : গয়লাকান্দি, ইউনিয়ন : গঙ্গারামপুর গোহালা, উপজেলা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ।

 এছাড়া মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার আমগ্রাম ইউনিয়নের মনোরঞ্জন সরকারের ছেলে মনতোষ সরকার। পাসপোর্টবিহীন বাংলাদেশি রয়েছেন ৭ জন।

 উল্লেখ্য, তিউনিসিয়া উপকূলে নৌ-দুর্ঘটনায় উদ্ধারকৃত বাংলাদেশিদের সার্বিক কল্যাণ ও মৃত্যুবরণকারীদের তথ্য নিশ্চিত করতে লিবিয়ার ত্রিপোলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মোঃ রাসেল মিয়ার নেতৃত্বে একটি দল তিউনিসিয়ার জারজিস শহরে অবস্থান করছেন। নিহত বাংলাদেশিদের বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত এবং স্থানীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য দূতাবাস কাজ করছে।

#

মাসুম/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৬

**বায়ুদূষণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পরামর্শ প্রচার করছে পরিবেশ অধিদপ্তর**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছালে জনগণকে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পরামর্শ প্রদান করছে পরিবেশ অধিদপ্তর। বায়ুদূষণের মাত্রা বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।

 ‘বায়ুদূষণ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পরামর্শ’ শিরোনামে প্রচারিত বার্তায় ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা বায়ুমান সূচকে ৩০০ এর অধিক হলে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ঘরের বাইরে অবস্থানকারী জনসাধারণকে মাস্ক পরিধান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু ও বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিদের অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা বা দূষণের মাত্রা বিবেচনায় অন্যবিধ পরামর্শ প্রদান করা হবে। বায়ুদূষণের বায়ুমান সূচকে ৩০০ এর কম হলে এই সতর্কতা প্রত্যাহার করা হবে।

 উল্লেখ্য, দেশের বায়ুমানের অবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে ১৬টি কন্টিনিউয়াস এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেম (CAMS) হতে পরিবীক্ষণ ডাটা রিয়াল টাইম অটোমেশন পদ্ধতিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

#

দীপংকর/পাশা/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৮৫

**চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ**

**-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা: ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। আমাদের দেশে বহু শিক্ষার্থী প্রতিবছর মেডিকেল পড়ালেখা শেষ করে চিকিৎসক হচ্ছেন। আমাদের চিকিৎসকরা যেমন মেধাবী তেমন দক্ষ। শুধু একটু সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে এবং তাদেরকে দায়িত্ব অনুযায়ী ভরসা দিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ থেকে কোন রোগীকে আর আগামীতে বিদেশ যেতে হবে না। কিছুদিন আগেই আমরা ভুটানের ক্যান্সার আক্রান্ত এমন এক মেয়েকে চিকিৎসা দিয়ে ভালো করেছি যার চিকিৎসা ভারত ও ব্যাংককেও সম্ভব হয় নাই।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশেই এখন সব রোগের চিকিৎসা সুবিধা আছে। আজ বিএসএমএমইউতে নাভা ও নোভা নামের দুটি শিশুর জোড়া মাথা আলাদা করার অপারেশন সাকসেসফুল হলো। এটি সাধারণ কোন কাজ নয়। এখানে আমাদের অভিজ্ঞ বড় একটি চিকিৎসক দল একটানা ১৩ ঘন্টার বেশি সময় অপারেশন করে এই অসাধ্য কাজ সাধন করেছেন। এই অপারেশন ভারত বা বাইরের দেশে করতে গেলে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হত। কিন্তু বাংলাদেশে এই দুই অবুঝ শিশুর চিকিৎসা ব্যয় প্রধানমন্ত্রী নিজে বহন করেছেন।

আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকের ১০ম তলায় নাভা ও নোভা নামের দুই শিশুর জোড়া মাথার সফল অস্ত্রোপচার শেষে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

#

মাইদুল/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৪

**বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রশংসায় বিশ্ব খাদ্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক**

রোম (ইতালি), ২০ ফেব্রুয়ারি :

 রোমভিত্তিক বিশ্ব খাদ্য সংস্থার World Food Programme (WFP) নির্বাহী পরিচালক সিন্ডি ম্যাককেইন বিগত ১৫ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি মিয়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত নাগরিকদেরকে (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং ডব্লিউএফপিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ মনিরুল ইসলামের ডব্লিউএফপি প্রধানের নিকট পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন।

 রাষ্ট্রদূত ডব্লিউএফপি’র স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে আনু্ষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার জন্য এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার জন্য ডব্লিউএফপি’র নির্বাহী পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশে ডব্লিউএফপি’র কার্যক্রমকে বহুমাত্রিক, দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত কার্যকর উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ‘স্কুল ফিডিং কর্মসূচি’ এবং ‘চালের গুণগত মান উন্নয়ন (Fortification)’ কার্যক্রমে সরকারের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালককে অবহিত করেন। তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে ডব্লিউএফপি’র অভূতপূর্ব সহায়তা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিজ ভূমিতে নিরাপদ, নিশ্চিত এবং সম্মানজনক প্রত্যাবাসনে ডব্লিউএফপি’র নির্বাহী বোর্ডের মাধ্যমে মায়ানমার সরকারকে চাপ প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের জন্য ২০২২-২৬ মেয়াদে Country Strategic Plan (CSP)-এর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং CSP বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকে উন্নয়ন সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ডব্লিউএফপি’কে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান।

 ডব্লিউএফপি’র সদর দপ্তরে ১৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ‘Saving and Changing Lives Worldwide’-এর ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা : ২ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এবং ডব্লিউএফপি উভয়েরই একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

 অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কাউন্সেলর মোঃ জসীম উদ্দিন, ডব্লিউএফপি’র বিকল্প স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ আল আমিন, প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) আয়েশা আক্তার এবং ডব্লিউএফপি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৩

**কুয়েত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু**

 **- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, কুয়েত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশ এবং কুয়েত দু’টি ভাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশ। দুই দেশ অগ্রগতি ও শান্তি বজায় রাখতে একসাথে কাজ করছে। দুই দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা, কৃষি, এনার্জি, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে কুয়েত স্টেটের ৬৩তম জাতীয় দিবস ও ৩৩তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কুয়েত-বাংলাদেশ কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কুয়েতের শান্তি বজায় রাখতে জাতিসংঘ নিয়োজিত শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের কন্টিনজেন্ট কাজ করছে যা আমাদের দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের স্মারক। বাংলাদেশের বিশাল শ্রমশক্তি কুয়েতে কাজ করছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুই দেশের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য ছিলো ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মন্ত্রী কুয়েতে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য, ঔষধ, শাকসবজি, হিমায়িত খাদ্য, হাল্কা যন্ত্রপাতির বাজার আরো সম্প্রসারণে দেশটির সহযোগিতা আশা করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশেষ ইকনোমিক জোনে কুয়েতের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন। মন্ত্রী দেশে বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য কুয়েতকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতে বাংলাদেশে এল এন জি ও পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানির জন্য কুয়েতের আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেন।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর ইসরাইলের বর্বোরচিত গণহত্যার নিন্দা জানান এবং এ ইস্যুতে কুয়েতের শক্ত অবস্থানের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত ফয়সাল মাতলুক আলাদওয়ানিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১০২০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3082

**Prime Minister’s message on the Martyrs' Day**

**and International Mother Language Day**

Dhaka, 20 February :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion ofMartyrs' Day and International Mother Language Day:

“On the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day, I pay my homage to the people of alllanguages and cultures of the world, including Bengali. UNESCO and Bangladesh havebeen jointly celebrating this day with due dignity since 2000. This year's theme of the day is ‘*multilingual education: a pillar of learning and intergenerational learning*,’ whichI think is worthy.

The importance of the language movement in the history of the Bengali liberation struggle is immense. The foundation for a non-communal, democratic, and language-based state system was laid through this movement. On this day in 1952, Abul Barkat, Abdul Jabbar, Abdus Salam, Rafiquddin Ahmad, Shafiur Rahman and many others sacrificed their lives to protect the dignity of our mother language, Bengali. I pay my profound respects to the memory of the martyrs of all languages, including Bengali; I remember with profound tribute all the language movement activists, including the Greatest Bengali of all time, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose supreme sacrifice and struggle elevated the esteem of our mother land, and people.

Theglorious history of the language movement of Bengali from 1947 to 1952 is a source of inspiration in our national life. The Father of the Nation was repeatedly imprisoned for leading the language movement. At the Education Conference held in Karachi on 27 November 1947, it was decided that Urdu would be Pakistan's state language. When the news reached Dhaka, the students of Dhaka University immediately protested in front of Khawaja Nazimuddin's residence. Shortly afterward, Sheikh Mujib, a law student at Dhaka University, used his organizational experience to play a vital role in establishing the Chhatra League in Dhaka on 4 January 1948. In the first session of theConstituent Assembly on 23 February, Dhirendranath Datta of Comilla moved an amendment proposal demanding the inclusion of Bengali as the language of the Assembly. Rejecting the proposal, Khawaja Nazimuddin declared in the Legislative Assembly that the people of East Bengal would accept Urdu as the state language. But to counter the reckless decision of Nazimuddin, an all-party Chhatra Sangram Parishad was formed on 2 March at Fazlul Haque Hall of Dhaka University comprising Chhatra League, Tamaddun Majlish, and other parties. Many language movement activists, including Sheikh Mujib, were arrested in front of the Secretariat for leading the strike on 11 March and were released on 15 March. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman led a rally under the historic mango tree at Dhaka University. On 21 March, Jinnah spoke out boastfully in favor of Urdu at the Dhaka Racecourse Ground. While declaring Urdu as the state language of Pakistan at the students' convocation on 24 March at Curzon Hall, the students immediately protested.

To transform the language movement into a national campaign, Sheikh Mujib organized a nationwide tour plan, participated in an extensive campaign, and addressed rallies. He was arrested from Faridpur on 11 September 1948 and released on 21 January 1949. He was arrested again on 19 April and released in July. He was detained again on 14 October 1949 and released on 27 February 1952. Sheikh Mujib had been in touch with language movement activists and Chhatra League leaders from 1 January 1950 while in Dhaka Central Jail and had given advice and suggestions to add momentum to the movement. He sent memos to the three fellow messengers on 3 February 1952 to call for a nationwide strike on 21 February. The jail authorities shifted Sheikh Mujib from Dhaka to Faridpur Jail on 16 February while he went on a hunger strike.

The budgetary session of the East Bengal Executive Council was scheduled on 21 February 1952. Following the advice and instructions of Sheikh Mujib, a general strike was called all over the country on that day. Students violated Section-144, and the police started firing bullets indiscriminately; some lost their lives in the blink of an eye, many were injured, and many were arrested. A strike was observed on 22 February.

In 1956, the Awami League constituted the cabinet, declared Bengali the status of the state language, announced 21 February as Martyr's Day for the first time, declared it a public holiday, and took a project to construct the Martyr's Monument. Unfortunately, those aspirations were no longer fulfilled with the military takeover on 7 October 1958.

The Father of the Nation in independent Bangladesh directed Bengali in allofficial activities. He included Bengali as the state language in the constitution. He delivered a speech at the United Nation's 29th General Assembly in Bengali and upheld the dignity of our mother language in the world assembly. During the Awami League Government's 1996-2001 term, Rafiq and Salam, two Bangladeshi expatriates from Canada, along with some members of the international community, formed the 'Mother Language Preservation Committee.' They sent a proposal to the United Nations to celebrate International Mother Language Day on 21 February. UNESCO recognized 21 February as 'International Mother Language Day' on 17 November 1999. We have established the International Mother Language Institute. We have taken initiatives to preserve the world's endangered languages and protect their dignity. We have ensured the use of the Bengali language in the ICT. Since 2017, we have been distributing Braille books for the visually impaired and textbooks in the mother tongues of the ethnic groups free of charge.

Bengali nationalism was established through the language movement. Following the ideals of Bengali nationalism and the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we have made Bangladesh a role model for development in the world in the last 15 years. Wewill transform the country into Smart Bangladesh by 2041- bringing change towards Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society. In addition, we are also implementing Bangladesh Delta Plan-2100. I firmly believe that together, we will be able to establish the developed, prosperous, and self-esteemed 'Golden Bangladesh' as the Father of the Nation dreamed.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever”

#

Sarwer/Kamruzzaman/Fatema/Rassel/Mansura/2024/1030 hour

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮১

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘বহুভাষার মাধ্যমে শিক্ষা: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান চর্চার স্তম্ভ’ - যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরো অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেয় পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান- ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে। শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে পড়ে, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। ২২ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয় ।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে এবং শহিদ মিনার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু’জন বাংলাদেশি কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে ‘মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি’ গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। ২০১৭ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বইসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল-এ পরিণত করেছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- যা স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হবে। সেই সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

**9**

#

সরওয়ার/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3080

**President’s message on ‘Shaheed Day (Martyrs Day)’**

**and ‘International Mother Language Day’**

Dhaka, 20 February:

 President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of 'Shaheed Day (Martyrs Day)' and 'International Mother Language Day

“Today is 21 February, The great 'Shaheed Day (Martyrs Day)' and 'International Mother Language Day'. On this memorable day, I recall Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and many unsung heroes of language movement with deep homage who laid down their lives to establish the right of mother tongue Bangla. On the occasion of International Mother Language Day 2024, I extend my sincere greetings and congratulations to the people of various languages of the world including Bangla and other ethnic groups.

The great Language Movement is an unforgettable event in our national history. Today, I remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad (All Party State Language Action Committee), formed in 1948. He was imprisoned for leading the Action Committee. I recall all the language activists including the then Member of Gonoparishad (Constituent Assembly) Dhirendranath Dutta, whose farsightedness, boundless sacrifice, courage, organizational skills and instantaneous decision resulted in the final outcome of the language movement on February 21, 1952 and consequently, Bangalees achieved their right of mother tongue.

In 1947, on the basis of Two Nation Theory, the British-ruled India was divided into two countries- India and Pakistan. With thousand kilometers apart, East and West Pakistan had completely different languages and cultures. Therefore, when Urdu was declared as the only state language of Pakistan, the Bangalee Nation took to the streets in protest to protect the status of their mother tongue 'Bangla'. Basically the Language Movement was the movement to establish the right of our mother tongue as well as to protect our ethnicity, self-entity and cultural distinction. The imperishable spirit of Amar Ekushey (Immortal Shaheed Day) gave us endless inspiration and immense courage in achieving our rights to self-determination, struggle for freedom and in the War of Liberation. With the bloodshed passages of Language Movement of February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished Independence in 1971 under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

February 21 has now been recognized by the United Nations as the 'International Mother Language Day' with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangladeshi expatriates in 1999. As a nation, it is one of the great achievements for us. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage. I urge upon all to uphold the glory and right of Bangla language earned at the cost of sacrifices and blood of martyrs.

Nowadays, the spirit of Amar Ekushey is the incessant source of inspiration for the peoples of the world in protecting their languages and cultures. But we have to be more diligent in proper practice and preservation of Bengali language and culture. With the blessings of information technology, we are now the inhabitants of a global village. Therefore, to maintain pace of advancement with the developed world, our present generation has to be skilled in different languages which are recognized as international communication media. Observing the International Mother Language Day will play a positive role in the development and preservation of our own language as well as in building a sustainable future through multilingual education - this is our expectation.

Embracing the spirit of Amar Ekushey, let mutual respect be awakened among the people of different languages and cultures of the world, let a colorful world without discrimination be developed it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Rahat/Kamruzzaman/Fatema/Russel/Mansura/2024/1110 hour

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৭৯

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মৃতিবিজড়িত এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জববার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবীতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কারাবরণ করেন। আমি আরো স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভেঙে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিলো আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্‌যাপন একটি অনন্য উদ্যোগ। অনেক ত্যাগ ও শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার মান ও অধিকার সমুন্নত রাখতে আমি সকলকে আহ্বান জানাই।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে যেতে বর্তমান প্রজন্মকে বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে – এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মহান একুশের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগ্রত হোক, গড়ে উঠুক একটি বৈষম্যহীন বর্ণিল বিশ্ব- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/রাসেল/মানসুরা/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ